দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 8 NOV 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

04

শাস্তির সিদ্ধান্তঃ মন্ত্রণালয় জানে না কত জন শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন

□ অধিদপ্তর জানতো না মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত

।। মনির হোসেন ।। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে খারাপ ফলাফল করা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। কিন্তু খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই জানে না এই শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকের সংখ্যা কত। সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই শাস্তি আরোপের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে প্রায় সকল মহলের সমালোচনার মুখে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৩০শে নভেম্বর শনিবার শিক্ষামন্ত্রী এস এইচ সাদেক শিক্ষক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে শাস্তি আরোপের বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা গেছে, শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সূত্রগুলো জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া এবং এ ধরনের শাস্তি আরোপে কতজন শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগে সংগ্রহ করেনি। শুধু শাস্তি আরোপের সীমা নির্ধারণ করে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সৈয়দ আবদুর রবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মন্ত্রণালয় একটি সিলিং নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এই সিলিং অনুযায়ী শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। তিনি এ সিদ্ধান্তকে সরকারের 'নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকের সংখ্যা কত হতে পারে সেসব বিবেচনা করা হয়নি।

এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে, মন্ত্রণালয় এই নির্দেশ জারি করার আগে পর্যন্ত অধিদপ্তর এ ব্যাপারে কিছু জানত না। নির্দেশ জারির পর প্রায় সকল মহল থেকে এর সমালোচনা শুরু হওয়ায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উচ্চ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে প্রত্যেকটি শিক্ষা বোর্ডকে শাস্তির আওতায় পড়ে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শিক্ষকদের নাম-সংখ্যা জানানোর জন্য অধিদপ্তর থেকে বলা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপের আগে একবার সতর্ক করে দেয়ার দরকার ছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় তা করেনি। এমনকি এই ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য যে শুধু মন্ত্রণালয় ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৩

মন্ত্রণালয় ঃ জানে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকরাই দায়ী সেটিও প্রমাণসাপেক্ষ। এ ব্যাপারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-দেরকে দোষী সাব্যস্ত করা অমানবিক বলে এই কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে নির্দেশ জারি করেছে তাতে করে '৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যেসব বেসরকারি স্কুল থেকে কোন পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি (পাসের হার শূন্য) সেসব স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ আগামী ১ বছর পর্যন্ত দেয়া হবে না। এইচএসসি পরীক্ষায় যেসব কলেজে পাসের হার শতকরা ৫০ ভাগের কম সেসব কলেজের যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাসের হার ৫০ ভাগের কম শুধু সেসব বিষয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশের ৪০ শতাংশ আগামী ১ বছর পর্যন্ত কেটে রাখা হবে।